দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..28 JUL 2016...
পৃষ্ঠা ৩ ...কলাম...২....

ওসমানীনগর (সিলেট): সিলেট-ঢাকা মহাসড়কের ওসমানীনগর অংশে যানবাহনের অভাবে ঝুঁকি নিয়ে পিকাপ ভ্যানে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা —ইত্তেফাক

মহাসড়কে গাড়ি স্বল্পতায় শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ

■ ওসমানীনগর (সিলেট) সংবাদদাতা

ওসমানীনগরে যানবাহনের অভাবে এলাকার হাজার হাজার স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। প্রায়ই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গাড়িতে ঝুলে স্কুলে যাতায়াত করছে শিক্ষার্থীরা। এতে যে কোনো সময়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি আবুল লেইছ বলেন, এ উপজেলায় একাধিক বিদ্যালয়গুলোই মহাসড়কের পার্শ্ববর্তী। অধিকাংশ শিক্ষার্থীরাই মহাসড়ক দিয়ে বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করতে হয়। মহাসড়কে সিএনজি অটোরিকশা চলাচল না করায় অধিকাংশ শিক্ষার্থীরাই বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত রয়েছে।

উপজেলার গোয়ালাবাজারের হোটেল ব্যবসায়ী কামাল মিয়া বলেন, উপজেলার লোকজন চলাচলের প্রধান যানবাহন হচ্ছে অটোরিকশা। মহাসড়ক বেষ্টিত এলাকায় সিএনজি চলাচল করতে না পারায় সাধারণ মানুষ যানবাহনের অভাবে বাজারগুলোতে আসতে পারছে না। ফলে ব্যবসায়ীদের লোকসান গুনতে হচ্ছে।

স্থানীয় শিক্ষিকা নার্গিস বেগম জানান, অটোরিকশা চলাচল না করায় যানবাহনের অভাবে প্রায় দশ মাইল পায়ে হেঁটে তাকে বিদ্যালয়ে আসতে হচ্ছে। আবার পায়ে হেঁটেই বাড়ি যেতে হবে।

অটোরিকশা চালক শাহজাহান মিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, এলাকাটি মহাসড়ক কেন্দ্রিক হওয়ায় গ্রাম্য রাস্তায় তেমন যাত্রী পাওয়া যায় না। এছাড়া চলতি বর্ষায় গ্রাম্য রাস্তাগুলো যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ায় বাধ্য হয়েই অটোরিকশা নিয়ে মহাসড়কে উঠতে হচ্ছে। কিন্তু তাতেও নানা হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। ফলে তারা বেকার হয়ে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। এ ব্যাপারে শেরপুর হাইওয়ে থানা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ মুজিবুর রহমান বলেন, অটোরিকশা চলাচল না করার কারণে শিক্ষার্থীসহ যাত্রীরা কিছুটা দুর্ভোগ পোহাচ্ছে এটা সত্য। এ ব্যাপারে আমরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাও করেছি। কিন্তু আইনতো আর অমান্য করা যাবে না। তাই সরকারি নির্দেশানুযায়ী মহাসড়কের এ অংশে যাতে অটোরিকশা (সিএনজি) চলাচল করতে না সে লক্ষ্যে শেরপুর হাইওয়ে থানা পুলিশ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। অযথা কোনো চালকদের হয়রানি করা হচ্ছে না। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের ১৭ ডিসেম্বর উপজেলার গোয়ালা বাজার এলাকায় অটোরিকশা চালকদের দু-গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় থানার তৎকালিন ওসি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের মৃত্যুর ঘটনা পর প্রায় তিন বছর এ এলাকায় সিএনজি অটোরিকশা চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।